তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১৪

**বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সুইজারল্যান্ড, ভুটান ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

আজ বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Nathalie Chuard, ভুটানের রাষ্ট্রদূত Rinchen Kuentsy ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত Lee Jang-Keun -রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট তাদের পরিচয়পত্র পেশ করেন।

রাষ্ট্রপতি নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, সুইজারল্যান্ড, ভুটান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। এ সম্পর্ক বাণিজ্য-বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন তাদের দায়িত্ব পালনকালে এ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের অন্যতম প্রধান গন্তব্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সুইস বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে দু’দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ। রাষ্ট্রপতি ভুটানের সাথে বাংলাদেশের এ সম্পর্ক ক্রমশ শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার অনেক বিনিয়োগ রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ আরো বৃদ্ধি পাবে যা দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি করোনা থেকে বিশ্ব দ্রুত মুক্তি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি করোনার ভ্যাকসিন যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে পেতে পারে এ জন্য বহুজাতিক সংস্থা ও উন্নত দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণ দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তারা বাংলাদেশের সাথে নিজ নিজ দেশের বিরাজমান সম্পর্ক জোরদারে কাজ করে যাবার কথা জানান।

#

ইমরানুল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১৩

**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্যাপন**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২০। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘বৈশ্বিক কর্মে যুবদের সম্পৃক্ততা’। প্রতিবছরের মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এ বছরও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও ইউএনভি বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে আজ মতিঝিলে যুব ভবনে ‘বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তরুণ ও স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এবং যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আকতার হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে কেউ কর্মহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট (এসডিজি গোল) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে দেশের যুবসমাজকে আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৬২ লাখ যুবককে সময়োপযোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৩ লাখ যুবক স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রতিবছর সাড়ে তিন লাখের অধিক যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, করোনার কারণে দেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যাতে পিছিয়ে না পড়ে, যুবরা যেনো কর্মহীন হয়ে না পড়ে সেজন্য সরকার যুবদের জন্য গ্রামে আত্নকর্মসংস্থান নামক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাত লাখ যুবক প্রশিক্ষণ ও যুব ঋণ সুবিধা পাবে। তিনি বলেন, যুবদের উন্নয়ন স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে যুবদের পণ্য বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ সফল ভাবে মোকাবিলার জন্য যুব ব্যান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনলাইন মার্কেটিং চ্যানেল তৈরির লক্ষ্যে পাইকারি সেল ডটকম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ২০২০ সালটি বাংলাদেশের তরুণদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন করার পাশাপাশি বছরব্যাপী সারা বিশ্বের তরুণদের অংশগ্রহণে ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ এর নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচি উদ্যাপন করা হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে মহাপরিচালক আখতারুজ্জামান কবীরের সঞ্চালনায়। প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ব্রাক এর নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ; অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির; ইউএনভি বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর মোঃ আকতার উদ্দিন; ইয়ুথ এক্টিভিস্ট এটুআই প্রকল্প হেড সোশ্যাল ইনোভেশন মোঃ মানিক মাহমুদ ও ফাহমিদা ফাইজা।

দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে আজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পথচারি, রিকসা ও ভ্যানচালকদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

#

আরিফ/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০১২

**বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, আর বিএনপি ২০০৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে এক কলমের খোঁচায় তা কেড়ে নিয়েছিলো। আওয়ামী লীগ সেই মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করছে।'

আজ বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-পিআইবি মিলনায়তনে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে'র সহায়তায় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে অনেক উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে প্রেস ইনস্টিটিউট, প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়, তার হাত ধরেই ওয়েজবোর্ড গঠিত হয়। তিনি সাংবাদিকদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন, যেটি ২০০৬ সালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এক কলমের খোঁচায় কেড়ে নিয়ে তাদের শ্রমিক বানিয়ে দিলেন। সাংবাদিকদের বিশেষ মর্যাদাটা কেড়ে নেয়া হলো।'

'অর্থাৎ তারা (বিএনপি) সাংবাদিক এবং শ্রমিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখলেন না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক, ন্যাক্কারজনক ও নিন্দনীয়' বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সেই আইন সংশোধনের কাজ চলছে এবং সংশোধিত আইনের খসড়া ইতোমধ্যেই নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে, জানান তথ্যমন্ত্রী। খসড়া আইনটি এখন আইন মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষাধীন রয়েছে যা সমাপনান্তে শিগগিরই মন্ত্রিসভা হয়ে সংসদে উত্থাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সংশোধিত আইনটি পাস হলে সাংবাদিকদের যে মর্যাদা হরণ করা হয়েছিলো, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

করোনা মহামারীর মধ্যে সাংবাদিক সহায়তা নিয়ে মন্ত্রী ড. হাছান বলেন, করোনাকালে উপমহাদেশের কোথাও যেটি করা হয়নি, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সেটি করা হচ্ছে, চাকুরিচ্যুতি, বেতন না পাওয়া বা দীর্ঘ বেকারত্ব -এই তিন ক্যাটেগরির অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদের এককালীন সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে দেড় হাজার সাংবাদিককে এই সাহায্য দেয়া হয়েছে এবং এটি অব্যাহত রয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্তে এ সহায়তা দলমত নির্বিশেষে দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'যারা প্রেসক্লাবের সামনে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বা মানববন্ধন করে, গলা উঁচু করে বক্তৃতা করে, তাদেরকেও শেখ হাসিনার সরকারই সাহায্যের আওতায় এনেছে।' হাছান মাহ্‌মুদ এ সময় ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাদেরকে যেভাবে দলমত নির্বিশেষে এ সহায়তা দেবার কথা বলা হয়েছিলো, তারা তা অনুসরণ করেছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের সহায়তা ভারত, পাকিস্তান, নেপাল বা শ্রীলংকা কোথাও দেয়া হচ্ছে না। করোনায় কোনো সাংবাদিক মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে সাহায্য দেয়া হচ্ছে, কিন্তু সেসব দেশে করোনায় অসুবিধায় নিপতিত সাংবাদিকদেরকে এভাবে সহায়তা দেয়া হচ্ছে না। এজন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাবার জন্য সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ব্যবস্থার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী এ সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

সভাপ্রধানের বক্তৃতায় তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেন, 'আমাদের নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই ঘরে ঘরে গড়ে উঠবে লক্ষ মুজিব, বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।'

তথ্যসচিব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান কামরুন নাহারের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ড সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজে মহাসচিব শাবান মাহমুদ ও ডিইউজে সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু।

বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদ সভায় মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড়ো অধ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, যিনি আন্দোলন- সংগ্রাম- সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়েছেন। পঁচাত্তর- পরবর্তী জান্তা ও নির্বাচিত শাসকরা তার নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিল। ইতিহাস-সহ সব স্থাপনা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল তার নাম। কিন্তু সব দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে তিনি ক্রমাগত আলোকিত হয়ে উঠেছেন।'

#

আকরাম/মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০১১

**করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পরিবেশ মন্ত্রী দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর দ্রুত সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

কোভিড-১৯ এর উপসর্গ থাকায় গতকাল (মঙ্গলবার) রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) মন্ত্রীর নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করলে আজ ফলাফল পজিটিভ আসে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তিনি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচে) ভর্তি হচ্ছেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১০

দেশে খুব শিগ্গিরই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাচ্ছে সরকার

-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, খুব শিগ্গিরই দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ (Waste To Energy- WTE) উৎপাদন করতে যাচ্ছে সরকার।

আজ রাজধানীর উত্তরা কমিউনিটি সেন্টারে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীন কোরবানি পশুর বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা-সহ সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ছোট বড় শহরে এমনকি গ্রামগঞ্জ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা আবর্জনা ফেলার পর এসব ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে প্লান্টের মাধ্যমে বার্ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে বলে জানান তিনি।

উন্নত বিশ্বে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে (Waste To Energy- WTE) বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান, দেশেও সবধরণের বর্জ্য বার্ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে পশু-পাখির মৃতদেহ-সহ ময়লা আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মৃত পশু-পাখির দেহের অংশ ছড়িয়ে ও ছিটিয়ে থাকায় একদিকে যেমন এগুলো পচে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হয় অন্যদিকে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ-সহ সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষিত হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য সচেতন নাগরিক হয়ে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে পরিচ্ছন্ন নগরী তথা দেশ গড়তে হবে। বঙ্গবন্ধুর অনুধাবন থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল পরিচ্ছন্নকর্মী থেকে শুরু করে সকল খেটে খাওয়া মানুষদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার বলেও জানান তিনি।

পবিত্র ঈদুল আযহায় কোরবানি পশুর বর্জ্য দ্রুত অপসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় পরিচ্ছন্নকর্মী-সহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ এবং খাবারের আয়োজন করায় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এটি খুবই ভালো এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যারা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে তাদের প্রতি সকলের দায়িত্ব রয়েছে।

পরে, মোঃ তাজুল ইসলাম পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিজে খাবার পরিবেশন করেন এবং তাদের সাথে খাবার গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০০৯

**জেএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে প্রকাশিত**

**সংবাদের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ বছরের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা হচ্ছে না মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে জনমনে বিভ্রান্তির সৃস্টি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর মহামারিকে বিবেচনায় নিয়ে জেএসসি পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা তাদের পর্যবেক্ষণ-সহ কিছু বিকল্প প্রস্তাব প্রদান করেছেন। মন্ত্রণালয় প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করছে, তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

অন্য দিকে এইচএসসি পরীক্ষা ২০২০ অনুষ্ঠানের তারিখ নিয়েও বিভিন্ন গণমাধ্যমে কল্পিত তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর মহামারিকে বিবেচনায় নিয়ে জেএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বিকল্প নিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভাবছে। এই বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের কথা বিবেচনা করে শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, যা ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।

অসমর্থিত কোনো মাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত না হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ হতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

খায়ের/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০০৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৯৯৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৯৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫১৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৭৫১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৫১ হাজার ৯৭২ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৭

**‘ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর’স্থাপনের প্রজ্ঞাপন জারী**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘ডিএনএ ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর’ নামে নতুন একটি অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন গত ৯ আগস্ট জারী করা হয়েছে। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ এর ধারা ২০ অনুযায়ী এ প্রজ্ঞাপন জারী হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর গঠনের ফলে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বাংলাদেশে ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধী ও নিখোঁজ ব্যক্তি শনাক্তকরণ, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নির্ধারণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত ব্যক্তি শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিল্ডিংয়ের ১১ তলায় অবস্থিত। ঘৃণ্যতম অপরাধ দমনে এই ডিএনএ ল্যাবরেটরির মাধ্যমে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করা হয়। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পিতৃত্ব অথবা মাতৃত্বের প্রমাণ, বিদেশে গ্রহণেচ্ছুকদের প্রয়োজনীয় ডিএনএ পরীক্ষা, বংশের ধারা প্রমাণ, বিভিন্ন দুর্যোগে ও দুর্ঘটনায় নিখোঁজ এবং মৃত ব্যক্তির পরিচিতি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ল্যাবরেটরি তাজরীন ফ্যাশন্স এর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং রানা প্লাজা ধসে অজ্ঞাত মৃতদেহ শনাক্তকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। বিভাগীয় ল্যাবরেটরিসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গৃহীত মামলার নমুনা সংগ্রহ করে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে থাকে।

#

আলমগীর/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০০৬

**উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা সরকারি পাটকল পরিদর্শন করতে পারবেন**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

বন্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকল পুনরায় চালুকরণ-সহ অন্যান্য সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত নীতি-নির্ধারণী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগ্রহী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা মিলগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। তারা আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত মিলগুলো পরিদর্শন করে মিলের যন্ত্রপাতি, স্থাপনা-সহ অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত নীতি-নির্ধারণী কমিটির ২য় সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলসমূহের বিরাজমান পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান-সহ পাটখাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাটকল গত ১ জুলাই বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বহুমুখী পাটপণ্যের বর্তমান বাজার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে পাটপণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও পুনর্বিন্যাস করে বিজেএমসি’র বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহ জরুরি ভিত্তিতে পুনরায় চালু করতে কাজ চলমান রয়েছে। অবসায়নের পরে ইতোমধ্যে দেশের পাটকল তথা মিলগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), যৌথ উদ্যোগ জিটুজি বা লিজ মডেলে পরিচালনার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব আবার উৎপাদনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মিলগুলোকে আধুনিকায়ন ও পুনঃচালু এবং বিজেএমসি’র জনবল কাঠামো পরিবর্তিত পরিস্হিতির আলোকে যৌক্তিকীকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত উচ্চ পর্যায়ের ২টি কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

#

সৈকত/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০০৫

**উদ্ভাবনী মানসিকতাকে কাজে লাগাতে হবে**

**-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আগামী দিনের পথ চলায় নিজেদের উদ্ভাবনী মানসিকতাকে কাজে লাগাতে নবাগত শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইন্ডাস্ট্রি ও অ্যাক্যাডেমিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) এর সামার ২০২০ সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী শিক্ষাকে বিশ্ব পরিবর্তনের হাতিয়ার উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের তত্ত্বাবধানে দেশে শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সারা দেশে ২৮টি হাইটেক পার্ক, ৬৪ জেলায় ৬৪টি শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। পাঁচটি হাইটেক পার্কের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাকিগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইসিটি খাত হতে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরো পাঁচ বিলিয়ন রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে উদ্যোক্তা কিংবা উদ্ভাবক হয়ে বাংলাদেশকে মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী তারুণ্যের মেধা ও প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিইউবিটি’র উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ ফৈয়াজ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিইউবিটি ট্রাস্ট চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, ট্রাস্ট অন্যতম সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ আবু সালে, আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ারুল হক প্রমুখ।

#

শহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৪

খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিদায়ি হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে ভারতের বিদায়ি হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী সাক্ষাৎ করেছেন। আজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমানারা খানুম উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তারা শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ ১৫ আগস্ট শাহাদত বরণকারী সকলের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। চলমান মহামারী কোভিড-১৯ ও বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। উভয় দেশেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সাক্ষাৎকালে যে কোনো দুর্যোগে ভারত সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন দেশটির বিদায়ি হাইকমিশনার। এ সময় খাদ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিদায়ি হাইকমিশনারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং তার পরবর্তী কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করেন।

#

মেহেদী/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০২

**সঠিক মাস্ক ব্যবহার প্রক্রিয়ায় ডব্লিউএইচও’র পরামর্শ**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক পরার প্রতি বার বার জোর দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আমাদের দেশের মতো যেখানে সংক্রমণে বিস্তৃতি বেশি এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে সামাজিক দূরুত্ব মানা সম্ভব না সেসব দেশে সর্বত্র মাস্ক পরার উপদেশ দিয়েছে সংস্থাটি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, মাস্ক তিন স্তরের হওয়া উচিত। এর প্রথম স্তরটি সিনথেটিক, দ্বিতীয় স্তরটি পলিপ্রোপিলিন এবং তৃতীয় স্তর বা চেহারার সঙ্গে লাগোয়া স্তরটি কাপড়ের হতে হবে।

তাদের মতে, মাস্ক হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম বা উপকরণ যেটি করোনার সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাস   
করতে পারে।

যেসব স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা মুশকিল, যেমন-গণপরিবহন ও বাজার বা দোকানপাট, সেসব জায়গায় মাস্ক পরতেই হবে। অবশ্য মাস্ক পরলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় ও হাত জীবাণুমুক্ত   
রাখতে হবে।

সাধারণ মানুষের জন্যে পরামর্শটি হলো ‘ফেব্রিক মাস্ক বা কাপড়ের মাস্ক’, অর্থাৎ একটি নন-মেডিকেল মাস্ক পরতে হবে।

মাস্ক যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা সম্ভাব্য ড্রপলেটের সংক্রামক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে পারে।

সংস্থাটি সব সময় পরামর্শ দিয়ে আসছে, মেডিকেল ফেস মাস্ক অসুস্থ মানুষ এবং তাদের শুশ্রূষায় থাকা ব্যক্তির পরা উচিত।

**মাস্ক জীবাণুমুক্তকরণে অনুসরণীয়**

মাস্ক ব্যবহারের পর অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। অপরিষ্কার মাস্ক পরলে করোনাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ব্যবহার করা মাস্ক জীবাণুমুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মাস্ক জীবাণুমুক্ত করতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণীয়:

১. ঘরে ফিরে দড়ি, ফিতে বা রাবার ব্যান্ডের অংশ ধরে মাস্ক খুলতে হবে। সরাসরি মাস্কে হাত দেয়া যাবে না। সাবানপানিতে ভিজিয়ে ধুয়ে নিন। রোদে শুকাতে দিন, তাতে মাস্ক জীবাণুমুক্ত হবে।

২. গরম পানি ও লবণ দিয়ে মাস্ক ফুটিয়ে নিতে পারেন। এর পর রোদে শুকাতে দিন। শুকিয়ে যাওয়ার পর ইস্ত্রি করুন।

৩. ভেজা মাস্ক পরবেন না। এতে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

৪. ধুতে না চাইলে সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করুন। এই মাস্ক একবার ব্যবহারের পর ফেলে দিতে হয়।

৫. বাইরে গেলে দুটি মাস্ক ব্যাগে রাখুন। মুখে বাঁধা মাস্ক কোনো কারণে নষ্ট হলে বা ভিজে গেলে অন্যটি ব্যবহার করতে হবে।

#

অনসূয়া/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ৩০০১

**যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে বাংলাদেশ নেপালের সাথে একযোগে কাজ করবে**

**-যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে বাংলাদেশ নেপালের সাথে একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত  করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: জাহিদ আহসান রাসেল। তিনি আজ বুধবার সকাল  ১১ টায় “International Youth Day” উপলক্ষে নেপাল সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের অধীন ন্যাশনাল ইয়ুথ কাউন্সিল আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায়  বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন  নেপাল সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। সভাপতিত্ব করেন নেপাল সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী জগত বাহাদুর সুনার ।

বাংলাদেশ নেপালের  সম্পর্ক ঐতিহাসিক উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নেপালের  সম্পর্ক পারস্পরিক আস্হা,  বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মহান মুক্তিযুদ্ধে নেপালের অবদান বাংলাদেশ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে প্রচুর পর্যটক নেপাল ভ্রমণ করে থাকে। অনেক নেপালি শিক্ষার্থী   বাংলাদেশে পড়াশোনা করতে আসে। দু’দেশের মধ্যেকার এই ভ্রাতৃত্বপূর্ন সর্ম্পককে আমরা আরো জোরদার করতে চাই।  যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে যুব বিনিময় কার্যক্রম,  যুব নেটওয়ার্ক তৈরি, সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী যুব উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত  বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ যুবদের জন্য একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয়  যুব নীতি প্রণয়ন করেছে। তিনি বলেন,  এছাড়া UNFPA এর কারিগরি সহায়তায় জাতীয় যুব উন্নয়ন সূচক চূড়ান্ত হয়েছে এবং ন্যাশনাল ইয়ুথ কাউন্সিলের গঠনের শেষ পর্যায়ে রয়েছি আমরা। দেশি বিদেশি যুবকদের ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে একটি ভার্চুয়াল  আন্তর্জাতিক ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করতে যাচ্ছি। যেখান থেকে নেপালসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের যুবকরা অনলাইনে আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন,  ২০২০ সালটি বাংলাদেশের তরুণদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  কারন আমরা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছি একই সাথে বছরব্যাপী সারা বিশ্বের তরুণদের অংশগ্রহণে ঢাকা  ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ এর নানা বর্নাঢ্য কর্মসূচি উদযাপন করবে।

প্রতিবছর নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে  ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ বছরের যুব দিবসের মূল প্রতিপাদ্য, Youth engagement for global action. ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন,  নেপালের যুব ও ক্রীড়া সচিব রাম প্রসাদ থাপালিয়া, চীন, ভারত, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশের যুব প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

#

আরিফ/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০০৩

**বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানচিত্র ও পতাকা অবিচ্ছেদ্য**

**- এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পৃষ্টপোষকতা করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়াও তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। তারা বাংলাদেশ থেকে জাতির পিতার নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিলো। বিশ্বে বাংলাদেশের  নাম যতদিন থাকবে, বঙ্গবন্ধুর নামও ততদিন থাকবে। বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মানচিত্র ও পতাকা অবিচ্ছেদ্য।

আজ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গোয়ালগাঁও, ইসমানীরচর, নয়ানগর নদীভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শন ও মন্ত্রণালয় ঘোষিত ১০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফুলদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে আওয়ামীলীগ আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যকালে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাঁধরক্ষা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে উপমন্ত্রী শামীম আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নদীভাঙ্গন রক্ষায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনার মধ্যেও চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ন এলাকাতে এপ্রিল থেকে বাঁধনির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। মুন্সিগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ৪৩৪ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে এই এলাকাও স্থায়ী বেড়িবাঁধ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য এড. মৃণাল কান্তি দাস, জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন (পিপিএম), প্রধান প্রকৌশলী (বাপাউবো) আব্দুল মতিন সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী টি এম রাশেদুল কবির, উপজেলা নির্বাহী অফিসার , উপজেলা চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসিফ/অনসূয়া/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                নম্বর : ৩০০০

**যেকোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করা হবে**

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

যেকোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

বুধবার রাজধানীর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দপ্তর কক্ষ থেকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের উদ্যোগে ও পিরোজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পিরোজপুরে আয়োজিত আলোচনা সভায় অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষ একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে আবার সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছিলো। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ শুরু করেন।’

শ ম রেজাউল করিম বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বিভিন্ন সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করলেও শেখ হাসিনা সরকার তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করছে।’

  তিনি আরো যোগ করেন, ‘বাংলাদেশে সকল ধর্মাবলম্বীরা সাংবিধানিকভাবে সমঅধিকার ভোগ করছেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এ অধিকার ভোগ করতে হবে। সকলে মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।’

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ট্রাস্ট্রি সুরঞ্জিত দত্ত লিটুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রণজিৎ কুমার দাস, উপ-প্রকল্প পরিচালক ডাঃ সৌরেন্দ্র নাথ সাহা ও কাকলী রাণী মজুমদার এবং পিরোজপুরের পুলিশ সুপার হায়াতুল ইসলাম খানসহ পিরোজপুর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বিমল চন্দ্র মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক গোপাল বসু প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

ইফতেখার/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ২৯৯৮

**১ম বর্ষ ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্সের ফল প্রকাশ আজ**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯ সালের ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফল আজ সন্ধ্যা ৭ টায় প্রকাশ করা হবে। সারা দেশের ৭০৫ টি কেন্দ্রে এক হাজার ৮৯২ টি কলেজের সর্বমোট দুই লাখ ৫২ হাজার ৭৮৭ জন (নিয়মিত, অনিয়মিত ও মান উন্নয়নসহ) পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। গড় উত্তীর্ণের হার ৮৮ দশমিক ২০ শতাংশ ।

পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ও কলেজওয়ারী ফল [www.nu.ac.bd/results](http://www.nu.ac.bd/results) ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

#

ফয়জুল/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৪৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৯

**সময়মতো নির্মাণকাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলে**

**ঠিকাদার ও প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা**

**-- ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ না হলে সরকারের ব্যয় বেড়ে যায় উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সময়মতো নির্মাণকাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলে ঠিকাদার এবং তদারককারী প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রী আজ সকালে নিজ বাসভবন থেকে সিলেট সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়কালে একথা বলেন।

তিনি স্বল্পসময়ে ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনে জেলা প্রশাসকদের অধিকতর সক্রিয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা দেখা দিলে নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। জেলা প্রশাসনের সাথে প্রকল্প এলাকার সড়ক প্রকৌশলীদের সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন হলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি।

প্রকৌশলীদের মাঠ পর্যায়ে চলমান সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারকাজে নিবিড় তদারকি এবং পরিদর্শন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনায় নেয়া হবে।

তিনি বলেন, সিলেটবাসীর দীর্ঘ প্রত্যাশিত ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এশিয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এডিবি এ মহাসড়ক উন্নয়নে অর্থায়ন চূড়ান্ত করেছে। সিলেট শহর থেকে বিমানবন্দর এবং কুমারগাঁও হতে বাদাঘাট হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত সড়ক দু’টি চারলেনে উন্নীত করার কাজও শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে বলে এসময় মন্ত্রী জানান।

কিছু কিছু গণপরিবহন করোনাকালের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে সমন্বয় করা ভাড়া ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, অর্ধেক আসন খালি রাখার কথা থাকলেও অনেক পরিবহন তা প্রতিপালন করছে না। এ বিষয়ে মন্ত্রী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিআরটিএ’কে অভিযুক্ত পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যর মাঝে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চন্দন কুমার দে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহারিয়ার হোসেন, সিলেট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহাসহ বিভিন্ন সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

#

নাছের/অনসূয়া/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ২৯৯৭

**জাতীয় শোক দিবসে পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করার নিয়ম**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট) :

১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন সমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে পতাকাটি প্রথমে সোজাভাবে দণ্ডায়মান পতাকা দণ্ডে রশির সাহায্যে পতাকা দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে। এরপর দণ্ডের মাথা থেকে পতাকার প্রস্থের সমান নিচে নামিয়ে পতাকাটি বাঁধতে হবে।

দিনশেষে পতাকাটি নামানোর সময় আবার দণ্ডের মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে নামাতে হবে।

পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে **১০˝**x **৬˝** দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত এবং বৃত্তটি পতাকার দের্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট হবে। ভবনে উত্তোলনের জন্য পতাকার তিন ধরনের মাপ হচ্ছে **১০˝**x **৬˝**, **৫˝**x **৩˝** এবং **২.৫˝**x **১.৫**।

ছেঁড়া বা বিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। মানসম্মত কাপড়ে যথানিয়মে তৈরি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯৬

**বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

১৫ আগস্ট বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন করা হবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনের কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহঃ

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ শনিবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমগ্র বাংলাদেশ ও প্রবাসে জাতীয় শোক দিবস পালনের উদ্দেশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ শনিবার সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

সকাল সাড়ে ৬টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মোনাজাত।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শাহাদতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য শহীদদের কবরে (ঢাকার বনানীস্থ কবরস্থানে) সকাল সাড়ে ৭টায় পুষ্পস্তবক ও ফুলের পাপড়ি অর্পণ এবং ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাত।

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ শনিবার সকাল ১০টায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফাতেহা পাঠ, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মোনাজাত।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিস্থলে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সারা দেশের মসজিদসমূহে বাদ যোহর বিশেষে মোনাজাত এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনা।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার প্রচার।

জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করবে।শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গ্রোথ সেন্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতীয় শোক দিবসের পোস্টার স্থাপন ও এলইডি বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সকল মোবাইল গ্রাহককে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু একাডেমি বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক বক্তৃতার আয়োজন করবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থা জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জেলা ও উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে সরকারি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচিতে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার অংশগ্রহণসহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্য জাতীয় শোক দিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ব স্ব কর্মসূচি প্রণয়ন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করবে। জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

#

অনসূয়া/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১১৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৯৯৫

**বন্যায় এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৫৭২ মেট্রিক** **টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা, ২৮ শ্রাবণ (১২ আগস্ট):

        সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩ টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৫৭২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে ।

      বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ২৭ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ৮৫ লাখ ৫৫ হাজার ৭০০ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৫৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৯৮ লাখ ৭ হাজার ১০৬ টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিন কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ৯৭ লাখ ১৪ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬৮ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৪১ হাজার ২৮৬ প্যাকেট।

     এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মন্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা।

       বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ।

      বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৬১ টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা এক হাজার ৭৩ টি। পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ৯ লাখ ৭১ হাজার ৭১৭ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫৪ লাখ ৫১ হাজার ৫৮৬ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৩ জন।

       বন্যাকবলিত জেলা সমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ২৬১ টি। আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৩৯ হাজার ৯৪২ জন। আশ্রয় কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৬৬ হাজার ৮৯৭ টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮২৪ টি এবং বর্তমানে চালু আছে ২৫৮ টি।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/খোরশেদ/মাসুম/২০২০/১১৩৩ ঘণ্টা